রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচি

সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তা অর্জনে সহায়ক হবে এরূপ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে স্বল্প ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক, প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্বলিত সীমিত বরাদ্দের মধ্যে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহন করছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)' নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি পাঁচ বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি অর্থ বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় চলমান রয়েছে।

'Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)' শীর্ষক কর্মসুচি

PFM (Public Financial Management) Action Plan 2018-2023-**এর ১৪টি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে** অর্থবিভাগের অধীন **৮টি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য** Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) **শীর্ষক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে।** এই কর্মসূচিটি Non-ADP বিশেষ কর্মসূচি। কর্মসূচির অধীনে ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

SPFMS কর্মসুচির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য:

SPFMS কর্মসুচির প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ (PDO) হলো: পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন এবং স্বচ্ছতার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

PDO (Program Development Objective) স্তরের ফলাফল সূচকসমূহ:

- বাজেট প্রণয়নের জন্য উন্নত আর্থিক (ঋণসহ) প্রক্ষেপণ/ পূর্বাভাস ব্যবহার করা;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (Budget Management Committee) উত্তম কর্মকৃতির মাধ্যমে সরকারি নীতি এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে Annual Performance Agreement সম্পাদন;
- নির্বাচিত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণের বাজেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- Treasury Single Account (TSA) শক্তিশালীকরণ এবং অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়নের মাধ্যমে যথাসময়ে, নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে (EFT এর মাধ্যমে) বেতন ভাতাদি এবং ভেন্ডরগণের বিল পরিশোধ করা; এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতার জন্য বাজেট হোল্ডারগণের কার্যকরভাবে আর্থিক তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

কর্মসূচির বরাদ্দ:

কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার, বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা; বাংলাদেশ সরকারের অবদান ৭০ ইউএস ডলার ।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত।

SPFMS কর্মসূচির আওতাধীন স্কিমসমূহ:

কর্মসূচির অধীনে ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্কিমসমূহের এর মূল উদ্দেশ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয় ও বরাদ্দ এবং অর্জনসমূহ নিচে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

১। স্কিমের নাম: "পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং" স্কিম

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং" স্কিমটি মোট ১৪০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর Change Management Approach বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ৬টি Disbursement linked Result অর্জন:

- পিইসি কর্তৃক অর্ধবার্ষিক PFM Action Plan অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে Steering Committee এর সভায় উপস্থাপন করা;
- PFM Action Plan stakeholder-দের নিয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য বছরে ২ টি retreat এর আয়োজন করা;
- পিএফএম বিষয়ক কমপক্ষে ৩টি রিসার্চ পেপার প্রস্তুত করে আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;
- পিএফএম সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করতে সরকারি সেবা বিতরণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন (মাঠ পর্যায়ে) করা;
- PFM Action Plan বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত প্রশিক্ষক, ফ্যাসিলিটেটরদের কর্মকীর্তি মূল্যায়নের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- ১০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে PFM বিষয়ে বিশেষায়িত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১৫০০.০৬	১৫০০.০৬	০০.০০	১৪৮৭.৭৩	১৪৮৭.৭৩	০০.০০	৯৯.১৮%

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- PFM Action Plan 2018-2023 এর ৩য় Progress Report (July 2020 - December 2020) প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে এবং ৪র্থ progress Report (January 2021-June, 2021) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

- ৩ টি গবেষণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য ৫ টি সম্ভাব্য research area নির্ধারণ করা হয়েছে;
- Implementation Support Consultant (ISC) পদে ৪ পরামর্শককে ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং আরও ০৬ জন পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অফার লেটার প্রদান করা হয়েছে;
- PIT-গণ নিজ নিজ Annual Work Plan (AWP) প্রস্তুত করেছেন যা অর্ধবার্ষিক Progress Report-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- SPFMS কর্মসূচির DLI 1, 6, 7, 9 and 10 Verification-এর জন্য ১ম DLI Achievement Status report অর্থবিভাগ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে;
- SPFMS কর্মসূচির DLI 4, 5 and 8 Verification-এর জন্য ২য় DLI Achievement Status report বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- পিএফএম সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করতে সরকারি সেবা বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শনের অংশহিসেবে ০৪টি জেলা (খুলনা, বাগেটহাট, নাটোর এবং কিশোরগঞ্জ জেলা) এবং ০৩টি উপজেলা (সিংড়া, মিঠামইন এবং মোংলা উপজেলা) পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি PFM competency Framework এবং Training need Assessment-প্রণয়নের জন্য World Bank কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শ প্রতিষ্ঠান CIPFA একটি খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

২। স্কিমের নাম: "ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ইমপ্লিমেন্টেশন অব BACS অ্যান্ড iBAS++" স্কিম

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ইমপ্লিমেন্টেশন অব BACS অ্যান্ড iBAS++" স্কিমটি মোট ২৫৫২১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- Integrated Budget and Acoounting System (iBAS++) উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ (Comprehensive) বাজেট প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রস্তুত করা;
- বাজেট আউট-টার্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
- বাজেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- নতুন বাজেট ও অ্যাকাউন্টিং শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও iBAS++ হতে উদ্ভূত প্রতিবেদনসমুহ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- iBAS++ পরিচালনা পদ্ধতি (Operation Procedure) লিপিবদ্ধকরণ এবং বাজেট ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করা;
- অন্যান্য পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের সাথে iBAS++ এর ইন্টাফেস প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা;
- অর্থ ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Commitment Control) বাস্তবায়ন ও ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট শক্তিশালী করা;
- সরকারি দাবী পরিশোধে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের আওতা বৃদ্ধি করা;
- ডিডিও মডিউল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- iBAS++ এর বিশেষায়িত মডিউল (SAE & SoE Module) উন্নয়ন ও সেল্ফ অ্যাকাউন্টিং ও রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা;

- স্থায়ী সম্পদের মূল্য ও তালিকা সংরক্ষণের জন্য iBAS++ এ পৃথক মডিউল প্রস্তুত করা; এবং
- হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ইএফটি/মোবাইল ব্যাংকিং-সহ কেন্দ্রীভূত পেনশন রোল প্রস্তুত করা এবং সকল অবসরভোগীর পরিচয় প্রমাণীকরণ করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২০-২১ অর্থবছরে এ স্কিমের সংশোধিত বরাদ্দের ৩৩৩৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০.২৩ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অর্থবিভাগ থেকে স্কিমের অনুকূলে ৭৯.৭৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৬৬১.১৩ লক্ষ টাকা ছাড় হয়।

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২৬৬১.১৩	২৬৬১.১৩	০০.০০	১৭৮৪.০০	১৭৮৪.০০	০০.০০	৬৭.০৪%

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- মুজিব বর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আইবাস++ সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০,৪০,৫৪০ জন উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীর তথ্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য ভান্ডারের সাথে যাচাই করা হয়েছে;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS++ সিস্টেম উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউল এর আওতায় ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে বাজেট প্রণয়নের এই মডিউলটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রবর্তনের কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও হাসপাতালগুলোর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট iBAS++ সিস্টেমে প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও এ-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়কর এবং পাসপোর্ট ফি বাবদ প্রায় ১২৯৯ কোটি টাকা এ-চালান পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫টি ব্যাংক অটোমেটেড চালান সিস্টেম ব্যবহার করছে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোতে এই পদ্ধতি অচিরেই চালু হবে;
- দেশের সব মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান চালু করা হয়েছে। দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন।
- নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবালয়সহ অধিকাংশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৫৩,১৫২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ইএফটির মাধ্যমে বেতন প্রদান করা হয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইত্যাদিসহ নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে;
- iBAS^{++} ব্যবহার করে G2P এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদানের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭.৪৪ কোটির বেশী উপকারভোগীকে EFT এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে; এবং

- অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করে চলতি অর্থবছরের বাজেট, বিভিন্ন আর্থিক বিধি, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চলমান সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩। স্কিমের নাম: "ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিংস্কিম। "

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড কোয়ালিটি এন্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং" স্কিমটি মোট ১০১৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

(ক) পেনশন ম্যানেজমেন্ট:

- শুধুমাত্র সরকারি পেনশন ও জিপিএফ এর সুবিধাদি এবং তা পরিশোধ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পেনশন অফিস সৃষ্টি করা;
- পেনশন পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাকলগ (Backlog) দূর করার জন্য প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পদ ন্যস্ত করা;
- আইবাস++ সফটওয়ারের সাথে সমন্বয় করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পেনশনাদের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত, পারস্পরিক ব্যবহারযোগ্য (কমন শেয়ারড) ও ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী করা;
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পর্যালোচনা করে অনিষ্পত্তিকৃত পেনশনকেসসমূহ নিয়ে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করা এবং এ সকল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহকে সহায়তা প্রদান করা;
- পেনশন প্রদান অধিকতর সহজীকরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বিত যোগাযোগ এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র তৈরী করা;
- পেনশনারদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনারসহ অন্যান্য সম্ভাব্য সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(খ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং:

- মাসিক প্রতিবেদনসমূহের উপযোগিতা পর্যালোচনা করা, বাৎসরিক আর্থিক হিসাবসমূহের ছক প্রস্তুত এবং হিসাব প্রণয়নের পদ্ধতি উন্নত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সেলফ একাউন্টিং এনটিটিসমূহের সাথে আলোচনা করা;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ (সেলফ একাউন্টিং এনটিটি এবং বাজেট বহির্ভুত সংস্থাসমূহসহ) হতে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া প্রণয়ন/ উন্নত করা;
- সিজিএ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরাসরি প্রকল্প সাহায্যের (ডিপিএ) তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা এবং সময়ে সময়ে আইবাস++ হতে রিপোর্ট প্রণয়ন করা;
- ব্যাংক সমন্বয় পদ্ধতি উন্নত করা;
- সময়মত অগ্রিম/ অনিশ্চিত হিসাবসমূহ সমন্বয় করা;
- আইবাস++ এর সকল মডিউল ও রিপোর্টসমূহ অন্তর্ভূক্তকরতঃ ইউজার ম্যানুয়েলসমূহ হালনাগাদ করা এবং আইবাস++ সফটওয়্যার ব্যবহারে সিজিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- অর্থবছরে প্রণীত রিপোর্ট ব্যবহারকারী এবং সিজিএ কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সহায়তা করা;
- একটি উন্মুক্ত পাবলিক ফিন্যান্স প্ল্যাটফর্মে আর্থিক তথ্যাবলী (আয় ও ব্যয়) ব্যবহার উপযোগী ফরমেটে সহজলভ্যভাবে প্রকাশ করা;
- সেলফ একাউন্টিং এনটিটিসমূহ কর্তৃক জনগণকে স্বচ্ছ ও গুনগতমানসম্পন্ন তথ্য প্রদানের জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা।

স্কিমের সাধারণ উদ্দেশ্য:

- ইএফটি প্রদানে সক্ষম এমন একটি কেন্দ্রীভূত পেনশন রোল তৈরি করা এবং এটি কার্যকর করা;
- সরকারি জিপিএফ এবং পেনশন সেবার বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা;
- বিলম্বিত পেনশন সংক্রান্ত বিষয় ৫০ শতাংশ হ্রাস করা;
- অবসর গ্রহনের পর এবং পেনশন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর বিলম্বিত না করে ৯০ শতাংশ নতুন পেনশনারদের EFT এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান নিশ্চিত করা;
- সরকারের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন (SAEs সহ) অর্থবছর শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই জমা দেওয়া।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২০-২১ অর্থবছরে "ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং" স্কিমের অনুকূলে সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ১২৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৯.৫৫ শতাংশ বরাদ্দ সংরক্ষিত রেখে স্কিমের অনকূলে ৭০.৪৫ শতাংশ বরাদ্দ অর্থাৎ ৯০১.৭৬ লক্ষ টাকা ছাড় হয়। ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৯০১.৭৬	৯০১.৭৬	০০.০০	৫৪২.৪৩	৫৪২.৪৩	০০.০০	৬০.১৫%

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

পেনশন ব্যবস্থাপনা:

- শতভাগ পেনশনারকে ইএফটি কাভারেজে আনা হয়েছে;
- সকল নতুন পেনশনারদের পেনশন গমনের প্রথম মাস হতে EFT তে পেনশন ও ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে;
- পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পেনশন ও পে-রোল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে;
- আইবাস++ সফটওয়ারে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পেনশন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে;
- পেনশন অটোমেশন এবং ইএফটিতে পেমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে পে-পয়েন্টসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ডেডিকেটেড গ্রিভেন্স এ্যান্ড রিড্রেস সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

জিপিএফ ব্যবস্থাপনা:

- আইবাস++ সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জিপিএফ প্রারম্ভিক স্থিতি এন্ট্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পূর্বে ম্যানুয়ালি প্রদানকৃত আলফা-নিউমেরিক জিপিএফ নম্বরের পরিবর্তে ১০ ডিজিট বিশিষ্ট নতুন ডিজিটাল নম্বর প্রদান করা হয়েছে;
- জিপিএফ চূড়ান্ত পরিশোধের লক্ষ্যে ম্যানুয়ালি চূড়ান্ত পরিশোধের ব্যালেন্স গণনা এবং ম্যানুয়ালি অথোরিটি ইস্যুর পরিবর্তে সিস্টেম জেনারেটেড ব্যালেন্স গণনা এবং সিস্টেম জেনারেটেড অথোরিটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- অনলাইনের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জিপিএফ নমিনির তথ্য আইবাস++ সিস্টেমে এন্ট্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- অনলাইনের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক নতুন জিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- জিপিএফ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট এবং ইউজার লেভেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রণয়ন করা হচ্ছে।

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং:

- আইবাস++ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রণীত হিসাব ও প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা এবং আইবাস++ সিস্টেমের একাউন্টিং মডিউলের দূর্বলতা চিহ্নিত করা হয়;
- ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫ বছরের সরকারি হিসাব যাচাই ও আইবাস সিস্টেমে তথ্য সংশোধন করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ফিসক্যাল রিপোর্ট প্রণয়ন;
- সিজিএ কার্যালয়ের মাসিক হিসাবের ছক পরিমার্জন করে প্রণয়ন করা হয়েছে;
- অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের জন্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাবের ছক IPSAS স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে প্রণয়ন করে সিএজি কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪। স্কিমের নাম: “স্ট্রেনদেনিং অফ স্টেট- অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স ” স্কিম

SPFMS কর্মসূচির আওতায় “স্ট্রেনদেনিং অফ স্টেট-অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স স্কিমটি মোট ১৩৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা, উত্তম ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় তদারকি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ ও তাদের প্রচ্ছন্ন দায় সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের ধারণার উন্নতি;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা তদারকি ও মনিটিরং শক্তিশালীকরণ, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুমোদিত PFM Action Plan ২০১৮-২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমান হ্রাস করতে ভূমিকা রাখবে ।

স্কিমের কার্যক্রম:

- উন্নত রিপোর্টিং ও public disclosure এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা শক্তিশালীকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ঝুঁকি ও প্রচ্ছন্ন দায় সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের অবহিতকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা তদারকি ও মনিটিরং শক্তিশালীকরণ;
- অর্থবিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের কার্যকর রিভিউ সংক্রান্ত একটি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন;
- নন-পারফর্মিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল্যায়ন ও নীতিনির্ধারকদের নিকট তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পছন্দসই বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২০-২১ অর্থবছরের “স্ট্রেনদেনিং অফ স্টেট-অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স” স্কিমের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ১১৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫.০০ শতাংশ বরাদ্দ বরাদ্দ সংরক্ষিত রেখে স্কিমের অনকূলে ৭৫.০০ শতাংশ বরাদ্দ অর্থাৎ ৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়।

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৮৮৫.০০	৮৮৫.০০	০০.০০	৩৩২.৭০	৩৩২.৭০	০০.০০	৩৭.৫৯%

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Independent Performance Evaluation Guidlines অর্থবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে ;
- Procedure to Regulate Debt and Contingent Liabilities of SOEs and ABs-এর খসড়া প্রণয়ন ও ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য Reporting Template-এর খসড়া প্রণয়ন ও ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
- রাষ্ট্রায়ত্ত / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুদান ও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- ৮৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অর্থবিভাগের ওয়েবসাইটে এবছর প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়েছে।

৫। স্কিমের নাম: "স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অফ ট্রেজারি এ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অফ ফিনান্স ডিভিশন" স্কিম

SPFMS কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির আওতায় "স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অফ ট্রেজারি এন্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অফ ফিনান্স ডিভিশন স্কিম" স্কিমটি মোট ৩৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- মাঝারি মেয়াদি ঋণ এর কৌশল উন্নত করা;
- ঋণ এর তথ্যের মান, সময়োপযোগীতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে অর্থবিভাগের পরিচালনা কাঠামো এবং সিস্টেমগুলিকে উন্নত করা;
- NTR এর কার্যকারিতা বাড়ানো;
- নিয়মিত ভিত্তিতে একটি এমটিডিএস, ডিএসএ এবং ডেট বুলেটিং প্রস্তুত করা এবং সর্বমোট ডেট পরিচালনার ক্ষমতা জোরদার করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২০-২১ অর্থবছরের স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অফ ট্রেজারি অ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অফ ফিনান্স ডিভিশন স্কিম এর সংশোধিত বরাদ্দ ৫১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫.০০ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অর্থবিভাগ থেকে স্কিমের অনুকূলে ৭৫.০০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৮২.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়।

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৩৮২.৫০	৩৮২.৫০	০০.০০	৭৭.৯৮	৭৭.৯৮	০০.০০	২০.৩৯%

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২১-২১ অর্থবছরে অর্থবিভাগ থেকে প্রথমবারের মত ত্রৈমাসিক ডেট বুলেটিন (Debt Bulletin) প্রকাশিত হয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সাধারণ হিসাব ও মেয়াদী হিসাব অনলাইন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার বন্ড ও ইউএস প্রিমিয়াম বন্ড এর অটোমেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- সারাদেশের সকল জিপিও, প্রধান ডাকঘর, উপজেলা ডাকঘর ও সাব পোস্ট-অফিসের ৫০০ কর্মকর্তাগণকে সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

০৬। স্কিমের নাম: "ইমপ্রুভমেন্ট অফ ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল" স্কিম

SPFMS কর্মসূচির "ইমপ্রুভমেন্ট অফ ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল স্কিম" টি মোট ৩৯০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- রাজস্ব ও ব্যয়ের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ পূর্বাভাস প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে একটি ডায়নামিক ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল প্রণয়নের লক্ষ্যে ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল প্রস্তুত করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২০-২১ অর্থবছরের ইমপ্রুভমেন্ট অফ ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল স্কিম এর সংশোধিত বরাদ্দের ৭৭৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫.০০ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অর্থবিভাগ থেকে স্কিমের অনুকূলে ৭৫.০০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৭৯.৭৫ লক্ষ টাকা ছাড় হয়।

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৫৭৯.৭৫	৫৭৯.৭৫	০০.০০	৬১.৮৮	৬১.৮৮	০০.০০	১০.৬৭%

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ৪টি DLR এর মধ্যে DLR 1.1 এর ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল রিকয়ারমেন্ট চূড়ান্ত ও অনুমোদিত হয়েছে;
- DLR 1.2 এর আংশিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ঠ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- স্কিমের পরামর্শকগণ, পিআইটি সদস্য ও সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে MFMod for Macroeconomics Forecasting ও E-Views Orientation এর উপর ২টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

০৭। স্কিমের নাম: "ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস" স্কিম

SPFMS কর্মসূচির আওতায় 'ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস' স্কিমটি মোট ১৫৪১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতার মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল এবং জেন্ডার, সামাজিক ও জলবায়ুর সাথে সংগতি রেখে বাজেট উন্নীত করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক এবং স্থানীয় সরকারসহ গণপূর্ত খাতের ওপর প্রাথমিক দৃষ্টি রেখে নির্ধারিত এমডিএসমূহে বাজেট বরাদ্দ গ্রহণ করার লক্ষ্যে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার জন্য দিন সংখ্যা হ্রাস করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- BMC এবং BWG এর কার্যকারিতা উন্নতকরণ;
- ডেটা পারফরমেন্সকে নিয়মিতভাবে মূল বাজেট নথিতে অন্তর্ভূক্তকরণ নিশ্চিত করা;
- কার্যকরী বাজেট প্রকাশ।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২০-২১ অর্থবছরের 'ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস' স্কিমের সংশোধিত বরাদ্দের ৩৬৩২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৮.৬০ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অর্থবিভাগ থেকে স্কিমের অনুকূলে ৭১.৪০ শতাংশ অর্থাৎ ২৫৯৩.২৫ লক্ষ টাকা হয়।

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২৫৯৩.২৫	২৫৯৩.২৫	০০.০০	২৪০.৬৭	২৪০.৬৭	০০.০০	৯.২৮%

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) হালনাগাদপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির পারফরমেন্স স্কোরকার্ড (Performance Scorecard) এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অংশীজনদের (Stakeholder) প্রাথমিক মতামত গ্রহণ করা হয়েছে;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মদক্ষতা (Performance) মূল্যায়নের জন্য সম্পাদিতব্য Peer Review এর জন্য Peer Review গাইড লাইন এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;
- Social Sector Spending এর হিসাব নির্ণয় এর প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে;
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, তহবিল অবমুক্তকরণ এবং এম.টি.বি.এফ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ/ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

০৮। স্কিমের নাম: "ইন্টারনাল অডিট অ্যান্ড অডিট ফলোআপ"স্কিম

SPFMS কর্মসূচির আওতায় 'ইন্টারনাল অডিট এ্যান্ড অডিট ফলোআপ' স্কিমটি মোট ৪৬২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে নির্বাচিত ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশকারী ঝুঁকি-ভিত্তিক নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে বৃহৎ ব্যয়, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগে একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও কর্তৃপক্ষকে নির্ভরশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ প্রদান করা;
- বার্ষিক ক্রয়-পরবর্তী পর্যালোচনা এবং ক্রয় এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- সরকারের একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২১-২২ অর্থবছরের ''ইন্টারনাল অডিট এ্যান্ড অডিট ফলোআপ"স্কিমের অনুকূলে ২৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২ মে ২০২১ তারিখে ২য় পর্যায়ের 'নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি-এর কার্যক্রম গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।

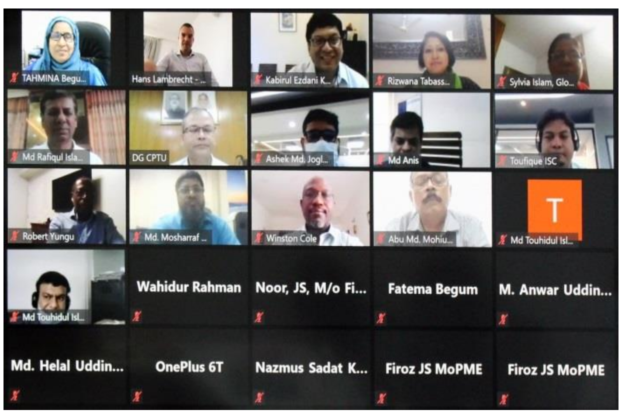

১ম steering Committee-এর সভা

“নিঃসন্দেহে, "ইএফটি" সিস্টেম শিক্ষকের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এখন, বেতন পাওয়ার জন্য আমাদের আর অপেক্ষা করতে হয় না। এখন আমরা প্রতিমাসের প্রথম কর্ম দিবসে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মোবাইল টেক্সটের জন্য অপেক্ষা করি।

মোঃ জিল্লুর রহমান
বিজয় নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর।

“আইবাস++ "ইএফটি"-র মাধ্যমে বেতন ব্যবস্থাকে কাগজবিহীন, সুবিধাজনক, স্বচ্ছ এবং ঝুঁকিমুক্ত করেছে। আগের বিশৃঙ্খল ম্যানুয়াল বেতন প্রক্রিয়াকরণকে সুশৃঙ্খল করেছে।

রমিতা ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

ইএফটির মাধ্যমে বেতন প্রাপ্তি বিষয়ক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের বক্তব্য